তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ৯৮৮

**ভবিষ্যতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিশ্ববাজারে**

**বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে থাকবে**

**-- শিল্পমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২৬ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, বাংলাদেশ এখন জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক হংকং কনভেনশন-২০০৯ অনুসমর্থন বাস্তবায়নে কাজ করছে। গার্মেন্টস ও অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এ শিল্পের বাজারও প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের প্রশিক্ষিত জনবল রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে নরওয়ে আমাদের কর্মীদের আরো প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করবে বলে আশ্বস্ত করেছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে ভালো অবস্থান করে নিতে পারবে।

আজ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফ-লাইন। সীতাকুণ্ড শিপ-ইয়ার্ডের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জাহাজ পুনর্নির্মাণ শিল্প পরিদর্শনের জন্য জাপান ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত চট্টগ্রামে এসেছেন। এ শিল্পে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ওপর। তাই অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এ শিল্পেও স্বীকৃতি অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকারী দেশ, দেশে ১৬৭টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ইয়ার্ড রয়েছে যা চট্টগ্রামস্থ সীতাকুণ্ড উপজেলায় অবস্থিত। এখানে বার্ষিক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও অধিক। জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৪ শতাংশ। দেশের সামগ্রিক ইস্পাতের চাহিদার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ আসে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ হতে। এ খাত থেকে আয় হয় ৮০০ মিলিয়ন ডলারেরও অধিক এবং সরকারের রাজস্ব আয় হয় ১০০ থেকে ১২০ মিলিয়ন ডলার। এ শিল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৩০ থেকে ৫০ হাজার মানুষ নিয়োজিত এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষ নির্ভরশীল।

মতবিনিময় সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত IWAMA Kiminori, বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ে দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স Silje Fines Wannebo, শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিএসবিআরবি এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) প্রকৌশলী শেখ ফয়েজুল আমীন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার কামাল পাশা, জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান, শিপ ব্রেকিং এসোসিয়েশনের মালিকগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

**#**

মাহমুদুল/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/সেলিম/আব্বাস/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৭

**প্রবাস ফেরতদের পুনরেকত্রীকরণের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের সম্পৃক্তকরণ**

ঢাকা, ২৬ফাল্গুন **(১১** মার্চ**) :**

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেছেন, প্রবাস ফেরতদের পুনরেকত্রীকরণের জন্য প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

 আজ কক্সবাজারের ইউনি রিসোর্ট হোটেলে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর মাইগ্রেশন পলিসি ডেভেলপমেন্ট (আইসিএমপিডি) আয়োজিত প্রবাস ফেরতদের প্রাইভেট সেক্টরে সম্পৃক্তকরণে পুনরেকত্রীকরণ প্রকল্পের ৪র্থ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিনিয়র সচিব এ কথা বলেন। সভায় তিনি বিদেশ ফেরতদের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরেন এবং বিদেশ ফেরতদের সহায়তায় প্রাইভেট সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন।

 ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড রেইস (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশ ফেরতদের দক্ষতা উন্নয়ন করে তাদের পুনরেকত্রীকরণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সভায় এই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়।

 সভায় অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র (এমআরসি)-এর প্রান্তিক পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং কাউন্সিলিং সেবাসমূহের সাথে সমন্বয় করা, রেফারেন্স হিসেবে কাজ করা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রেডিট সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবাস ফেরতদের ব্যবসা/আর্থিক সংস্থান করা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আর পি এল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

 সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের যুগ্মসচিব মুসাররত জেবিন। এছাড়া কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাসিমসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদুজ্জামান/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ৯৮৬

**পার্বত্য চট্টগ্রামে জিয়া বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, শেখ হাসিনা শান্তি সম্প্রীতি গড়েছেন**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ২৬ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি-পাহাড়িদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন আর শেখ হাসিনা সেই বিভেদ দূর করে পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন।’ এখন বাঙালি-পাহাড়িদের মধ্যে আস্থার সংকট নেই, সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিচ্ছিন্ন যে সব ঘটনা, তা শুধু চাঁদাবাজির কারণে।

আজ খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠে জেলা কৃষক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পাহাড়ে-সমতলে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বে আয়তনের দিক দিয়ে ৯২তম ও মাথাপিছু সর্বনিম্ন কৃষিজমির দেশ হয়েও আমরা ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলা করে পৃথিবীতে ধান উৎপাদনে ৩য়, মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়-তৃতীয়তে ওঠানামা, সবজিতে ৪র্থ, আলুতে ৭ম, আম উৎপাদনে ২য়, ইলিশ উৎপাদনে ১ম। এটি শুধুমাত্র শেখ হাসিনা এবং তাঁর জাদুকরী নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে।’

‘কিন্তু, বিএনপির পলাতক নেতা তারেক রহমানের দেশের এ পরিবর্তন সহ্য হচ্ছে না, খালেদা জিয়ার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে আর মির্জা ফখরুল বকবক করছেন’ মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের ‘সরকারকে দড়ি ধরে টান দেওয়ার সময় এসেছে’ বক্তব্য প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘১০ ডিসেম্বর সরকারকে দড়ি ধরে টান দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই চিৎপটাং হয়ে গেছে। এরপর টান দিলে দড়ি ছিঁড়ে তাদের হামাগুড়ি দিতে হবে। সরকারের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত এবং আওয়ামী লীগ গণমানুষের দল, কৃষক-শ্রমিকের দল, রাজপথ থেকে গড়ে ওঠা দল। আমরা রাজপথ কাউকে ইজারা দেইনি, রাজপথে আছি, রাজপথে থাকবো।’

কৃষক লীগের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কৃষিপ্রীতি তুলে ধরে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠনের পর প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সভার প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল কৃষি ও কৃষকের জন্য ভর্তুকি প্রদান। আর জননেত্রী শেখ হাসিনা কৃষক ও কৃষিকে কত ভালোবাসেন, গণভবনে কৃষি উৎপাদনের কথা আপনারা টিভিতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছেন। গণভবনে মৌমাছির চাষ করে একশ' কেজি মধু হয়েছে। অন্যান্য শাকসবজি উৎপাদন হচ্ছে, ধানও হচ্ছে। সেখানে অন্য প্রধানমন্ত্রীরাও ছিলেন, খালেদা জিয়াও ছিলেন, তারা কেউ এটি করতে পারেননি।’

চলমান পাতা-২

পাতা-২

‘বঙ্গবন্ধুকন্যা সেই প্রধানমন্ত্রী, যিনি রাত বারোটার আগে ঘুমুতে যেতে পারেন না, ফজরের আজানের আগে উঠে তাহাজ্জুতের নামাজ পড়েন, আজানের পর ফজরের নামাজ পড়েন, কোরআন তেলাওয়াত করেন, দেশ পরিচালনা করেন, দল পরিচালনা করেন আবার কিষাণী হিসেবেও কাজ করেন’ বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

কৃষক লীগ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘কৃষক লীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন যা সমগ্র দেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সুসংগঠিত। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দেশে ফিরে কৃষক লীগের মাধ্যমে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। সেই সময় থেকে প্রথমে বছরে এক মাস, পরে বছরে তিন মাসব্যাপী এ অভিযান চলে আসছে। আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম না, তখনও কৃষক লীগ কৃষকের কল্যাণে কাজ করে গেছে।’

এর আগে সকালে খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

খাগড়াছড়ি জেলা কৃষক লীগের আহ্বায়ক পিন্টু ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ বিশ্বনাথ সরকার বিটু প্রধান বক্তা এবং ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, বাসন্তি চাকমা এমপি, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আকবর আলী চৌধুরী বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। আরো বক্তব্য রাখেন কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা, আইন সম্পাদক এডভোকেট রাবেয়া হকসহ খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলন শেষে পিন্টু আচার্য্যকে সভাপতি এবং খোকন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে খাগড়াছড়ি জেলা কৃষক লীগের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

**#**

আকরাম/আরমান/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৮২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৫

**বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে চীন, সৌদিআরব এবং ভূটানের আরো বেশি বিনিয়োগের আগ্রহ**

ঢাকা, ২৬ফাল্গুন **(১১** মার্চ**) :**

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, সৌদি আরব, চীন ও ভূটান বাংলাদেশের বন্ধু রাষ্ট্র। চীন, সৌদিআরব এবং ভূটানের বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশের এনার্জি, এগ্রোবেজড ইন্ডাস্ট্রি, ফুড প্রসেসিং এবং অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে আরো বেশি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে চলমান বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে যোগদানকৃত সৌদি আরব, চীন ও ভূটানের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আলাদাভাবে মতবিনিময় করে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ এখন খুবই লাভজনক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থানে একশতটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে, বেশ কয়েকটির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এখানে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছে, আরো বিপুল বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগের জন্য বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে এবং বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা সহজ করেছে। এ বিষয়গুলো তাদের কাছে তুলে ধরেছি। সৌদি আরব এবং চীন বাংলাদেশে বড় ধরনের বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

 মন্ত্রী প্রথমে সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী ড. মাজেদ বিন আব্দুল্লাহ আলকাসাবি মতবিনিময় করেন। এ সময় সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে বড় ধরনের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব। এনার্জি খাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের এগ্রিকালচার এবং ফুড সেক্টরে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। সৌদি আরবের বিনিয়োগকারীগণ সবদিক বিবেচনা করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী এরপর চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রোমশন অভ্‌ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড জাং শাওগাং এর সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় চীনের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ চীনের চতুর্থবৃহৎ ব্যবসায়িক অংশীদার। বাংলাদেশে চীনের অনেক বিনিয়োগ রয়েছে। চীন বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার। বাংলাদেশের এনার্জি, এগ্রোবেজড ইন্ডাস্ট্রি, ফুড প্রসেসিং এবং অবকাঠামো খাতে আরো বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। চীনের বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে আরো বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

 পরে বাণিজ্য মন্ত্রী ভূটানের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী কার্মা দর্জি এর সঙ্গে বৈঠক করেন। এসময় ভূটানের মন্ত্রী বলেন, ভূটান বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। এজন্য উভয় দেশের নৌপথ সচল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বন্দরের সমস্যাগুলো দূর করার আহ্বান জানান।

 এর আগে বাণিজ্যমন্ত্রী এফবিসিসিআই এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ এর উদ্বেধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা “বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩” এর উদ্বোধন করেন।

#

বকসী/আরমান/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৬৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ৯৮৪

**সবাইকে সাথে নিয়ে বনাঞ্চল রক্ষা করা হবে**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

রাঙ্গামাটি, ২৬ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বন ও বনভূমি সংরক্ষণে বন বিভাগ কাজ করছে। বন বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের বন ও বনভূমির উন্নয়ন জন্য কাজ করতে হবে। বন বিভাগের কর্মচারীদেরও স্মার্টভাবে কাজ করে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখতে হবে।

আজ রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ধরে রেখেই আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের দেশ কোথায় ছিল এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখন দেশ কোথায় এসেছে। এটা সম্ভব হয়েছে দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও লক্ষ্য ঠিক রাখে কাজ করার ফলে। তিনি বলেন, আমরা যে যেখানে আছি, সবাই মিলে দেশ গড়ার কাজ করলে তবেই এটা অদূর ভবিষ্যতে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের বন সংরক্ষক মোঃ মিজানুর রহমান, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মোঃ সাইফুল ইসলামসহ রাঙ্গামাটি সার্কেলের বন বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

**#**

দীপংকর/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ৯৮৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১১ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার এক দশমিক ০২ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৪৭৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৭ জন।

**#**

সুলতানা/আরমান/সিরাজ/আব্বাস/২০২৩/১৬৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮২

**অস্তিত্বের উৎস ধরে রাখতে বাঙালির বজ্রকন্ঠ শাণিত করতে হবে**

**-শ ম রেজাউল করিম**

ঢাকা, ২৬ ফাল্গুন (১১ মার্চ):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণায় যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল, তেমনি বজ্রকন্ঠ-প্রেরণায় ৭ মার্চের ভাষন দিয়ে বাঙালিত্বের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। অস্তিত্বের উৎস ধরে রাখতে বাঙালির বজ্রকন্ঠ শাণিত করতে হবে।

আজ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে বজ্রকন্ঠ-প্রেরণায় ৭ মার্চ নামক অনলাইনভিত্তিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ্যে ‘অগ্নিঝরা মার্চ ও বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শ ম রেজাউল করিম বলেন, বঙ্গবন্ধু গ্রাম-গঞ্জ ও তৃণমূলে বাঙালি জাতিকে একত্রিত করেছিলেন। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাইকে বাঙালি হিসেবে একই পরিচয়ে পরিচিত করেছিলেন। বর্তমানে স্বাধীনতাবিরোধী এবং তাদের উত্তরসূরিরা দেশে ও দেশের বাইরে ভযংকর ষড়যন্ত্র করছে। তারা অনলাইনে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নিউক্লিয়াস, শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর তাঁকে ঘিরেই ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আওয়ামী লীগের ভিত্তি হচ্ছে তৃণমূল কর্মীরা। যখনই কোন দুঃসময় এসেছে তৃণমূলকে ভর করে আওয়ামী লীগ টিকে রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সম্পদ ছিল সে সময়ের সাত কোটি মানুষ, এখন শেখ হাসিনার সম্পদ দেশের ১৭-১৮ কোটি সাধারণ জনগণ।

শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বিদ্যমান অবস্থা, অতীতের শোষণ, করণীয়, সমাধানের পথ তুলে ধরেছেন। ১৮ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু একটি জাতির কষ্টের কথা তুলে ধরেছেন, জনগণের ম্যান্ডেটের কথা তুলে ধরেছেন, বাঙালির অত্যাচার-নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরেছেন, বাঙালির করণীয় তুলে ধরেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডা. হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বজ্রকন্ঠ-প্রেরণায় ৭ মার্চ নামক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এ সময় বক্তব্য প্রদান করেন।

#

ইফতেখার/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮১

**নতুন প্রজন্মকে স্মার্ট বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে**

 **-এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ২৬ ফাল্গুন (১১ মার্চ):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সৈনিক হবে নতুন প্রজন্ম। তাদেরকে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে না পারলে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা যাবে না। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফলতার ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। এখন নতুন প্রজন্মকে স্মার্ট বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আজ শরীয়তপুরে নড়িয়া উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলার ১১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এনামুল হক শামীম বলেন, আজকের নতুন প্রজন্মই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতুন প্রজন্মকে নিয়ে ভাবতেন। তেমনি তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নতুন প্রজন্ম। তাই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে হবে।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে চলছেন। দেশের কৃষি শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছেন।

নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রাশেদউজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এরশাদ উদ্দিন আহমেদ, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন।

#

গিয়াস/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৯৮০

**বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন**

আর্থসামাজিক উন্নয়নে অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ প্রায় সকল সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে

 -ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা

নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র), ১১ মার্চ :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা গতকাল নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন করেন। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁকে স্বাগত জানান।

এসময় কনস্যুলেটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রায় সকল সূচকে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে নারীর ক্ষমতায়নের অনন্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি নারী ব্যাটালিয়নের ভূমিকা ও সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

প্রতিমন্ত্রী কনস্যুলেটের সার্বিক সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য কনস্যুলেটে কর্মরত সকলকে আহবান জানান।

**#**

জুলফিকার/রবি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা